অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে… সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন ৭৪ সালে দূর্ভিক্ষের সময় কুকুরের সাথে মানুষ খাবার নিয়ে টানাটানি করেছে। খাবারের অভাবে মানুষ ডাষ্টবিনের খাবার খেয়েছে। শেখ মুজিবের সময় সেটি হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে গাংনী বাজার বাসষ্ট্যান্ডে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি একথা বলেন।

তিনি আরো বলেন,শেখ হাসিনার শাসন আমলে গুম খুন ধর্ষন লুটপাট হুলিয়া থেকে শুরু করে সব অপকর্ম হয়েছে। এসব অপকর্ম আর অভিশাপের কারনে হাসিনা সহ তার এমপি মন্ত্রীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, ৭ নভেম্বরকে মনেপ্রাণে ধারণা করতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াকে এ দেশের মানুষ ভালোবাসে বলেই সিপাহি-জনতা বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য।

এর আগে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিণ্ন সড়ক ঘুরে বাসষ্ট্যান্ড চত্তরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য’র মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুর রউফ মাষ্টার।

প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক ও সাবেক এমপি মো: আমজাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার। অনুষ্ঠান সঞ্চালণা করেন বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু। এসময় উপজেলা বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার নেতাকর্মীরা র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় যোগদেন।

ঝিনাইদহে জুলাই বিপ্লবে নিহত দুই পরিবারের পাশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের নির্দেশনায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঝিনাইদহে শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে সহানুভুতি ও দুই পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আজ রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার বাসুদেবপুর গ্রামে আমরা বিএনপি পরিবারের আহবায়ক ও দলের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন তারেক রহমানের পক্ষে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এ সময় এক অনুষ্ঠানে আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা এম রাশিদুজ্জামান মিল্লাত, বিএনপির কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক বুয়েট ছাত্র নেতা প্রকৌশলী হাসনাইন মনজুর ইমন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, আমরা বিএনপির পরিবার’র সদস্য শাহাদাত হোসেন, মোস্তাফিজ বিল্লাহ, ফরহাদ আলী, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুল বাশার, যুগ্ম সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজিব, ঢাকা কলেজ ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মেসবাহ, ঝিনাইদহ বিএনপির মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ^◌াস, সাজেদুর রহমান পাপপু, শৈলকুপা বিএনপির হুমায়ন বাবর ফিরোজ ও হরিণাকুন্ডু বিএনপির জিন্নাতুল হক প্রমুখ উপিস্থত ছেলেন।

আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন শহীদ প্রকৌশলী রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের পরিবারকে শান্তনা ও সহানুভুতি জানিয়ে বলেন, আমরা আপনাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু তারা দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন দ্বিতীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র

তৈরী করেছিল বিএনপি। তারই ধারাবাহিকতায় চব্বিশ সালের আগষ্ট-জুলাই বিপ্লব ঘটেছিল।

তিনি বলেন, বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তারা শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দ্বিতীয় স্বাধীনতার বদৌলতে দেশ সংস্কারে এগিয়ে নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের প্রতি আহকবান জানিয়ে রুমন রহমান বলেন, যারা পুলিশের গুলিতে শহীদ বা আহত হয়েছেন তাদের সবার অর্থিক সহায়তা দরকার নেই। বরং যে পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তিটি হারিয়ে আজ অসহায় তাদের সহায়তা করুন, সেই পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেন। তিনি বলেন, বিএনপির সুদিন আসলে শহীদ রাকিব ও শহীদ সাব্বিরের নামে বিভিন্ন সড়ক ও সরকারী বেসরকারী স্কুল বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে তাদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করা হবে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এসব শহীদ পরিবারের পাশে আছে এবং সব সময় থাকবেন।

অনুষ্ঠান শেষে দুই শহীদ পরিবারের পিতামাতার কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিশেষ অর্থিক অনুদান পৌছে দেন এবং শহীদ রাকিবের কবর জিয়ারত করেন।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকার জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি করার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। দলটির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

পতিত স্বৈরাচারী সরকারের এই ঘোষণার পর ফুঁসে উঠছে গাংনীর বিএনপি।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাহারবাটি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে আজ রোববার সকালে উপজেলা শহরে লাঠিশোঠা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

সকাল সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইনামুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, ১ নং বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল গনি প্রমুখ।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পতিত স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মসূচি দিয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সেই কর্মসূচির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। আমরা মাঠে আছি সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে। স্বৈরাচারীদের প্রেত্মাত্বারা কোনো কর্মসূচি নিলে জাতীয়তাবাদী দল তাঁদের প্রতিহত করবে। আজ রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মশাল মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

মেহেরপুর আদালতে আজ তোলা হতে পারে সাবেক মন্ত্রী ফরহাদকে?

মেহেরপুরে দায়ের করা হত্যা মামলায় আজ রবিবার আদালতে তোলা হতে পারে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে। কয়েকদিন ধরে এ গুঞ্জন চলছে। তবে বিষয়টি নিয়ে কোন কর্তৃপক্ষই নিশ্চিত করেনি।

মেহেরপুর জেলা কারাগার, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের কেউই নিশ্চিত করেনি বিষয়টি। মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোতে যোগাযোগ করা হলে প্রতিবারই তারা কিছু জানেন না

বলে জানিয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি আমানুল্লাহ আল বারী মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বিষয়টি কোর্ট পুলিশ বলতে পারবে । এটি থানার বিষয় না। অপরদিকে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক বলেন, এটি জেল খানার বিষয়। তবে জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছেও গতকাল রাত পর্যন্ত কোন বার্তা আসেনি।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আন্ত:জেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য গ্রেফতার

তবে ঘটনাটি পরিস্কার হওয়ার জন্য আজ রবিবার মেহেরপুর আদালতে চোখ রাখতে হবে।

কিন্তু, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে পুলিশের একটি টিম। তবে, এলাকায় যাতে উত্তেজনাকর কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেকারণে এ তথ্য গোপন করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সরকার পতনের পর সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী এবং মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র্যাব।

৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর সাবেক এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় তিনটি এবং ঢাকার আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে।

ফরহাদ হোসেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এর আগের সরকারে একই মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

আরও পড়ুন ৫২ টি মোটরসাইকেল চালককে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা জরিমানা

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে মেহেরপুর-১ আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি। ২০১৪ সালে এক তরফা নির্বাচনে তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের

মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হন।

গণ আন্দোলনের মুখে ৫ অগাস্ট দেশে ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। তিন দিন পর গঠন করা হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরপর একে একে গ্রেপ্তার হতে থাকেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও প্রভাবশালী সংসদ সদস্যরা।

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একাংশ। আজ শনিবার (৯ নভেম্বর) বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে জেলা বিএনপি’র একাংশের উদ্যোগে শহরের বড় বাজার অফিস প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন।

বক্তারা বলেন, খুনি হাসিনার দোষদের বিএনপি’র দালালরা রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয় নাই তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা রক্ত ঝরিয়েছি, আমাদের ছাত্রসমাজ রক্ত ঝরিয়েছে এই খুনি হাসিনার দোষরদের রক্ষা করার জন্য নয়।

আলোচনার পরে, বড় বাজার অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এসময় বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, নাড়ু, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক

ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় শহীদ ও আহত পরিবারের পাশে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন চলাকালে কুষ্টিয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত পরিবারগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করেছে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর একটি প্রতিনিধি দল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তারেক রহমানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলটি কুষ্টিয়ায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেছে।

আজ শনিবার (০৯ নভেম্বর) দুপুর ২টায় কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ার মিলনায়তনে শোকাহত এসব পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহবায়ক ও বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন।

এসময় ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহবায়ক আতিকুর রহমান রুমন বলেন, আমরা ১৫টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। যারা এখানে রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছেন অর্থ দিয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে পারবেন না। বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পক্ষ থেকে- আমরা এখানে এসেছি তাদের পরিবারকে শান্তনা দেওয়ার জন্য এটিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে আমরা শহীদ ও আহত মিলে প্রায় ৩০০ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি।

‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহবায়ক আরও বলেন, আমরা আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছি। অনেক সময় আমরা তাদের ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছি, যারা বেশি আহত হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে, যারা চোখ হারিয়েছে। আমরা ১৫০-এর অধিক মানুষকে ঢাকাসহ আশেপাশের হাসপাতালে চিকিৎসা দিচ্ছি এবং মেডিসিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অনেক ফ্যামিলি আছে, যারা শহীদ হয়েছে, আহত হয়েছে তারা কিন্তু প্রকাশ করছে না। আমরা এগুলো ঢাকাশহরে খুঁজে খুঁজে তাদের সহায়তা দিচ্ছি।

এছাড়া দেশের প্রতিটি জেলায় শহীদ ও আহত পরিবারের কাছে আমরা যাবো, তাদের পাশে দাঁড়াবো ইনশাআল্লাহ, বলেন আতিকুর রহমান রুমন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন-কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র আহবায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, সদস্য সচিব জাকির হোসেন সরকার, বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী, বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

পরে জেলার ১৫ জন পরিবারের মাঝে প্রতিটি পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় ওয়ার্ড বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানে হয়েছে। আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) রাত ৮ টার দিকে ৮নং ওয়ার্ডের নওদাবন্ডবিলে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মতবিনিময় সভায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আসিফ আল-নূর তানিম।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা আজকে যেভাবে একত্রিত হয়ে মত বিনিময় সভা করছি, সে ভাবে আমাদের একসাথে বসার কোন সুযোগ ছিলো না, আজকে

স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর যেভাবে পালিয়ে গিয়েছে, তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি। হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার দোসররা আমাদের আশে পাশে আছে। তারা যেনো আমাদের উপরে খবরদারি করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন,আমাদের সবাইকে শরিফুজ্জামান শরিফ ভাইয়ের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

আলমডাংগা পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিক হাসনাত রিংকুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাংগা উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহিদ হাসান শুভ, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল ইমরান রাসেল পৌর বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেকেন্দার আলী, ৮নং ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম নান্নু সিনিয়র সহ-সভাপতি হায়দার আলী, সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আজম আলী, পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক হাফিজুর ইসলাম, ৮ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি উজ্জল যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল মিয়া, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ সভাপতি আকুল আলী, পৌর যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক হাফিজুর রহমান, লিলি, আলমডাঙ্গা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক ওয়াহিদুজ্জামান শুভ ৮নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক কাজল রহমান এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা ০৮নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উভয় পক্ষের আহত ১০

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রপের সংঘর্ষ ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৬জনকে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে উপজেলার কোলা বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপিতে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ সমর্থিত উপজেলা যুবদল নেতা জলিল রানা ও কোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর

আলীর মধ্যে কোলা বাজার ও আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বেশকিছুদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। সম্প্রতি একটি জমি দখল নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে রুপ নেয়। আজ শুক্রবার সন্ধ্যার পরে কোলা বাজারের বিভিন্ন জায়গায় ৩টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর দুইগ্রুপের সদস্যরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

আহতরা হলো কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামের ইলিয়াস মোল্লার ছেলে ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শুকুর আলী মোল্লা (৬০), নওয়াব আলীর ছেলে সিদ্দিক(৪০), কোলা গ্রামের আমজেদ মন্ডলের ছেলে জলিল রানা (৪৫), পার খালকুলা গ্রামের নুর আলীর ছেলে সাজ্জাদুর রহমান (৩৫), কোলা গ্রামের রোকমান খা’র ছেলে নজরুল ইসলাম (৫০)।

এছাড়াও অন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় কোলা বাজারে শুকুর গ্রুপ ও জলিল গ্রুপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় বিকট আওয়াজে এলাকা প্রকম্পিত হয়।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মানিক কুমার জানান, আধিপত্ত বিস্তার করা নিয়ে এই সংর্ঘষ হয়েছে বলে ধারাণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমিকে গ্রেফতারের পর আজ শুক্রবার (০৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সিনিয়র চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ঢাকার সাভার নবীনগর এলাকা থেকে র্যাব-৪ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতে পুলিশ ৩টি মামলায় তাকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালতে তাকে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিনদ্দিকী সমিকে র্যাব ৪ ঢাকা নবীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।

আজ শুক্রবার ভোররাতে তাকে ঝিনাইদহ সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়্। তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির নামে ঝিনাইদহে ১১ বছর আগের জামায়াত কর্মী আব্দুস সালাম হত্যার ঘটনায় গত ২৭ আগস্ট তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা, গত ৪ আগস্ট জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২টি মামলাসহ মোট ৩টি মামলা রয়েছে। এসব মামলার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি ২০১৪ সালে সতন্ত্র ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবং ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ মনোনিত সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে সতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের কাছে পরাজিত হন। তিনি ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মরহুম নুরে আলম সিদ্দিকীর ছেলে। তিনি ঢাকা ডরিন পাওয়ার লিমিটেড এর মালিক।

দামুড়হুদায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে
র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে কাঁঠাল তলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র দলের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজকের এই দিনে ১৯৭৫ সালে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে কারাবন্দী জিয়াউর রহমান কে মুক্ত করা হয়েছিলো। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে, নাহলে আমরা বিজয়ী হতে পারবোনা।

এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোহফাতুর রিংকু, প্রকাশনা সম্পাদক জুয়েল রানা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম আহাম্মদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ডালিম রেজা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ওয়ায়েস আল আমিন, সহ কোষাধ্যক্ষ শাকিল আহম্মেদ শুভ, জেলা যুবদলের সদস্য অমিত হাসান রবিন, তানভীর সোহেল, জাহাঙ্গীর আলম সুইট, তানভীর আক্তার, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকলাস মুন রায়হান, দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা, বিজ্ঞান ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান সাজু, সহ ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক বাপ্পা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রাজু আহাম্মেদ, রায়হানুল করিম বাপ্পি, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য খায়রুল ইমতিয়াজ তুষ্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য জসিম, বায়জিদ, বাবু, কাকন, ইয়াসিন আরাফাত, শাকিল হোসেন।

দামুড়হুদা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, যুবদল নেতা মনি, তরিকুল ইসলাম রানা, মাসুদ রানা, সোহাগ হোসেন, তিতাস হোসেন, রুবেল।

উপজেলা যুবদলের সদস্য তরিকুল ইসলাম, সজল, যুবদল নেতা রকিবুল ইসলাম রকিব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য শাহনাজ বিদ্যুৎ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রুবেল জান্নাত, আলামিন, সোহাগ, মানিক,

লিংকন, মামুন, সালমান, হাসান, রাকিব আলী, আশিক, শরিফুল ইসলাম, ইমন, মামুন, সহিদুল, মিঠুন, জামালসহ স্থানীয় নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল হক।